[redacted]

‘[redacted], [redacted]’ [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজার নামক এলাকায় বাসের ধাক্কায় লিয়াকত আলী (৬০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক লিয়াকত আলী হরিশংকর গ্রামের মৃত শাহজাহান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আজ বৃৃহস্পতিবার সকালে কোদালিয়া গ্রাম থেকে ভ্যানযোগে দুই শিশুকে নিয়ে হাটগোপালপুর মর্নিং সান কিন্ডারগার্ডেনে যাচ্ছিল ভ্যানচালক লিয়াকত আলী। পথে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে পৌঁছালে মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা কুয়াকাটাগামী নিউ মর্ডান একপ্রেস ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৯৫৫৪ নাম্বারের একটি বাস ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটি আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা আল-মামুন জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে বাসের ড্রাইভার, সুপারভাইজার ও হেলপার পালিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এথনও কেউ মামলা করেনি। তবে মামলা করলে আইনগত ব্যবস্তা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন

টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় বর্বরোচিত হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলার উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা মারকায মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আরিফ বিল্লাহ কাসেমী বলেন, গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে সারাদেশ থেকে জড়ো হওয়া সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা টঙ্গী কামারপাড়া ব্রীজের উত্তর পশ্চিমে কোণের টিনের গেট ভেঙ্গে আমাদের ঘুমন্ত, তাহাজ্জুদ নামাজরত সাথীদের উপর ছুরি, রামদা, হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ৪ জন সাথীকে শহীদ করে। শত শত সাথীকে আহত করে এবং অনেক কে গুম করে। দুইজনকে গলা কেটে হত্যা করে। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত আমাদের সাথীদের উপরেও হামলা চালায়।

ইতিপূর্বে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর এই সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা দিনের হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক সাথীকে আহত ও পঙ্গু করেছিল। তারা সেদিন বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করতে চেয়েছিল। এবারও তারা ইসরাইলের মোসাদ এবং ভারতের ‘র’ এর নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করার জন্য কৌশল পরিবর্তন করে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে এটা তাদের আগে থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। গত ৭ ডিসেম্বর হামলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাল-সামানা বিশেষভাবে উপর নীচের সামিয়ানা, টর্চলাইট, হ্যান্ডমাইক, শুকনা চিড়া-মুড়ি সাথে নিয়ে আসবেন বলে তার ঘোষণা দেয়। আমরা আজ পর্যন্ত কখনো শুনি নাই ইজতেমার ময়দানে টর্চলাইট ও হ্যান্ডমাইকের প্রয়োজন হয়। ২০১৮ সালের এবং ২০২৪ সালের হামলা ও হত্যাকান্ড একইসূত্রে গাঁথা।

শুধু সময়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রয়োজনে তারা এই হামলা এবং এই হত্যাকান্ড বার বার ঘটাবে। লেবাসধারী মুসলমান থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে দ্বীন থাকবে না। এই চক্রন্ত বস্তবায়নের জন্য তারা

অর্থের বিনিময়ে আজ মাঠে নেমেছে। বাংলাদেশকে তারা প্রথম টার্গেট করেছে। কারণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ইজতেমা হয়। বাংলাদেশের মানুষ অধিক পরিমাণে তাবলীগ করে। তাবলীগকে পছন্দ করে। এই দেশের ইজতেমাকে বন্ধ করতে পারলে, ধ্বংস করতে পারলে পুরা বিশ্বে এর প্রভাব পড়বে। যারা মুসলমান হয়ে বিনা কারণে আরেক মুসলমান ভাইকে আঘাত করে, ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে, জবাই করে হত্যা করে তারা কখনই ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে না, তারা দাওয়াতের মেহনত করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না, তারা খুনী সন্ত্রাসী। আবারো বলছি তারা খুনী সন্ত্রাসী, তাদের হিংস্রতা, বর্বরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেশে-বিদেশে ইসলাম, মুসলমান এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুর রউফ, কে.সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহীনুর ইসলাম, ডাকবাংলা আব্দুর রউফ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, ওজোপাডিকো ঝিনাইদহ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল জলিল কে অনতিবিলম্বে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ঝিনাইদহ জেলা হতে ডা. আব্দুর রউফের নেতৃত্বে টঙ্গী ময়দানে হামলায় অংশগ্রহণকারী সাদপন্থী খুনী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তাবলীগের সাথী আলমগীর হোসেন, মোঃ আব্দুল হামিদ আব্দুল, আব্দুল করিম, আব্দুস সালাম ও এলাকার সাবেক কাউন্সিলর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

ঝিনাইদহে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পিঠা উৎসব, পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মানবধিকার সংস্থার সভাপতি সাবেক অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, এ্যাড. নাছির উদ্দিন, সাংবাদিক ফয়সাল আহমেদ, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, সিডিপির কো-অডিনেটর পারভিন নাহার, ঝিনাইদহ ল্যাবলেটরি স্কুলের পরিচালক ইছাহাক আলী, সামাজিক সংগঠনের আহবায়ক গাউস গোরকী, হেব্বী গ্রুপের পরিচালক জিহান লেমন, সাংবাদিক লোটাস রহমান সোহাগ, বসির আহাম্মেদ, পদ্মা ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভের সভাপতি শাহিন আলম সায়েম, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রশিক্ষক সোহানা খাতুন, নারী উদ্যোক্তা রত্মা খাতুন ও উদ্যোক্তা আনোয়ার পারভেজ মাসুমসহ অন্যান্যরা।

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেজর (অব:) মোঃ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন লাভলু দপ্তর সম্পাদক অরবিন্দ বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক পার্টির আহবায়ক কবির উদ্দিন, জেলা জাতীয় পার্টির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সুলতান আহমেদ সোহাগ, জেলা জাতীয় তরুণ পার্টির সদস্য সচিব আক্তারুজ্জামান ও সদর উপজেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান অটোসহ হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর, কোটচাদপুর, কালীগঞ্জ ও শৈলকুপা উপজেলার জাতীয় পাটির ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা, গণতন্ত্রের চর্চা ও সুষ্ঠু

ধারার রাজনীতি করতে সকলকে জাতীয় পাটির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

পরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও মা সমাবেশ

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, প্রঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে মা সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় “বাংলাদেশকে বদলাই, বিশ্বকে বদলাই” এই শ্লোগানে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোকসানা পারভীনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় মা সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম, এছাড়া সাবেক প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, অভিভাবক অহিদুল ইসলাম সেল্টু, চামেলি খাতুন, সহকারী শিক্ষক লাউজু ফারহানা ও লাইজু পারভীনসহ অন্যান্যরা। অতিথিরা শিক্ষার্থী এবং মা’দের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেণ। সমাবেশে শিক্ষার্থী, তাদের মা ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ অংকুরের আয়োজনে গতকাল রাতে স্থানীয় প্রান্তিক কনভেনশন হলে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অংকুরের সহ-সভাপতি ও এরিনা এগ্রো কেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অংকুরের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংকের সভাপতি মসলেম আলী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, অংকুরের সহ-সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব রওনক, নাট্য ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জয়নাল আবেদীন, হায়দার আলী, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদ ।

বক্তাগন বলেন,প্রথমে নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে তার সন্তানদের বুঝাতে হবে ও সচেতনতা করে গড়ে তুলতে হবে, নইলে অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এখন থেকেই প্রত্যেক অভিভাবক কে সচেতন হতে হবে।

ঝিনাইদহে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ

ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে প্রতিষ্ঠানের হল রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি ও পৌর সভার প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রথান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব) মোঃ সেলিম রেজা (পিএএ)।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আক্কাস আলী, পৌর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ শাহানাজ পারভীন ও সহকারী শিক্ষক আল-আমীনসহ অন্যান্য শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী, অভিভাবক বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শতভাগ উপস্থিত থাকা শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদাণ করা হয়। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৫’শতাধীক বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহানাজ পারভীন রিপা।

কালীগঞ্জে কাজীর সীল স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিয়ে দেওয়ার

অভিযোগ !

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সরকারি নিকাহ রেজিস্ট্রারের (কাজী) সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে একাধিক বিয়ে পড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ উপজেলার অনুমানপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার আব্দুল লতিফ ও মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের নামে আদালতে মামলা করেছেন প্রতারণার শিকার এক ভুক্তভোগী। মামলা নম্বর- কালীগঞ্জ সিআর-৮২৯/২৪।

অভিযোগ উঠেছে, কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এলাকায় একাধিক বিয়ে পড়িয়েছেন অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি ছাড়াও ভুয়া নিকাহনামা সরবরাহ ও নিকাহনামায় উল্লেখ করা দেনমোহরের পরিমাণ টেম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জিয়ালা গ্রামের মোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মিজানুরের সাথে ২০১৫ সালে কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের আফিয়া বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পরে দাম্পত্য কলহের কারণে ২০১৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ২০১৮ সালে মিজানুর ও আফিয়া পারিবারিক ভাবে সমঝোতা ও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। বিয়ে পড়ান কালীগঞ্জের অনুপমপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল লতিফ। ওই সময় নিকাহ রেজিস্ট্রার সোলাইমান হোসেন আব্দুল লতিফকে নিকাহ রেজিস্ট্রি করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেন। পরে আব্দুল লতিফ বিয়ে রেজিস্ট্রি’র কাজ সম্পন্ন করেন।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, বিয়ের পর মিজানুর রহমান তার স্ত্রী আফিয়াকে ১০ লাখ টাকার যৌতুক দাবি করে চাপ দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে আফিয়া খাতুন দুই সন্তান নিয়ে পিতার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মিজানুরের বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনে মামলা করেন। মামলা দায়েরের পরে আফিয়া খাতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী) সোলাইমান হোসেনের সঙ্গে নিকাহনামার নকল কপি নেয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। পরে আফিয়া খাতুন কাজী সোলাইমানের বাসায় নিকাহনামার নকল আনতে গিয়ে সেখানে আব্দুল লতিফকেও পেয়ে যান।

থাকায় আমাকে নিকাহনামা লেখার দায়িত্ব দিয়ে ওইদিন চলে যান। আমি নিকাহনামা লিখে ছিলাম। বিয়ের কাবিননামায় দেনমোহর ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু পরে কাজী সাহেব একটি পক্ষের সাথে যোগসাজশ করে ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর দেখিয়েছে। কাজী সাহেব আমাকে ফাঁসিয়েছেন।

নিকাহ রেজিষ্ট্রার কাজী মোঃ সোলাইমান হোসেন বলেন, মিজানুর-আফিয়ার বিয়ে আমি পড়ায়নি। কোনো বিয়ে রেজিস্ট্রিও করিনি। আমার সীল-স্বাক্ষর জাল করে মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুল লতিফ এই অপকর্ম করেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

হরিনাকুন্ডুতে যত্রতত্র অবৈধ ইটভাটা! নেই প্রশাসনের নজরদারী

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলায় পরিবেশ দূষণ করে যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। নেই বৈধ লাইসেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র । বাজার, স্কুল ও আবাসিক এলাকা ঘেষে গড়ে উঠেছে এসব ইটভাটা। প্রভাবশালী ইটভাটা মালিকদের চাপে দীর্ঘদিন আটকে আছে এসব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, ইট পোড়ানোর লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিসের সার্টিফিকেটসহ কোন অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটার মালিকেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নির্বিঘ্নে এসব ভাটায় বছরের পর বছর ইট পোড়ানো হচ্ছে। উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে সরকারি নীতিমালা অমান্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও আবাসিক এলাকায় ফসলি জমি নষ্ট করে অবৈধভাবে ভাটার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সবুজ বনায়ন কেটে ইটের ভাটায় দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।

ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় পথচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং আবাসিক এলাকার জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, এছাড়া ফলদ বৃক্ষ, প্রাণী, জীববৈচিত্র ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) ২০১৩ আইন অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ইটভাটার। বাকীগুলো চলছে প্রশাসন কে ম্যানেজ করে। তবে এসব ইটভাটা মালিকরা সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছেন বলে জানান। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে উর্বর তিন ফসলি জমি ও লোকালয়ে যে ইটভাটাগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো ডিসি অফিস থেকে লাইসেন্স পাওয়ার আগে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্র পেল কিভাবে?
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ভাটা মালিক বলেন, প্রতিবছর এলআর ফান্ডে মোটা টাকা দিয়ে ইটভাটা মালিকরা যে লাইসেন্সটি নিয়ে থাকে তা দেখার আগে দেখতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত যে ছাড়পত্রটি দিয়েছে সেটি অফিসে বসে দিয়েছে নাকি ইটভাটার অবস্থানটা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দিয়েছে?

অভিযোগ রয়েছে বছরে দু-একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দায় সারছে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ উপজেলা প্রশাসন। ভাটা মালিকদের বক্তব্য, তারা বৈধভাবেই ব্যবসা করতে চান কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। তাই নিরুপায় হয়ে চাঁদা দিয়ে চালাতে হচ্ছে এসব ইটভাটা। বৈধতা না থাকলেও প্রতি বছর ইট পোড়ানোর মৌসুমে পাঁচ লাখ টাকা রাজস্ব দিতে হচ্ছে সরকারকে। ভাটা মালিকেরা জানিয়েছেন, কৃষিজমি ও আবাসিক এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা করা যাবে না। একই সাথে ইট পরিবহনের জন্য সরকারি পাকা সড়কও ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই আইন মানা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। তাই আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না পেলেও ভাটা স্থাপন করেছি। তারা আরও জানান, ভাটাগুলোর বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে প্রশাসনের উৎপাতও বেশি। প্রশাসন ঝামেলা করছে অনবরত। তাদের অনেককেই টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। হরিনাকুন্ডুতে অধিকাংশ ইটভাটার কোনো লাইসেন্স ও অনুমোদন নেই। কীভাবে চলে এমন প্রশ্ন করা হলে ইটভাটার মালিকরা জানান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, বন বিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরসহ প্রতিটি সেক্টর ম্যানেজ করেই ভাটা পরিচালনা করা হচ্ছে। আর এসব ম্যানেজ করছেন উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকন।

এদিকে ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, সবকিছু জেনেও নীরব পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। তাদের দাবি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কঠোর অভিযান চালাতে হবে।

তবে হরিণাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় ইট পোড়াতে জ্বালানী হিসেবে ও কয়লার দাম